যুগান্তর

তারিখ 13 OCT 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

গ্রেডিংয়ে অসঙ্গতি দূর হোক

ক'বছর অতিবাহিত হতে চললেও বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবনে জিপিএ এবং বিভাগ সমতার অভাবে নেমে এসেছে হতাশা।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ এবং বিভাগের সমন্বয় সাধনের দাবিতে সিভিল স্টুডেন্টস রাইটস মুভমেন্টের ব্যানারে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন করছে তা যৌক্তিক। তাই বলে রাস্তা অবরোধ, কমবেশি ১৫-১৬টি গাড়ি ভাংচুর এবং যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগের প্রচেষ্টা কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীরা অবশ্য দাবি করেছে, সমাবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। অন্যদিকে পুলিশের দাবি— ছাত্ররা ইট-পাটকেল নিক্ষেপসহ রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করতে চাইলে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের বিকল্প ছিল না। শিক্ষার্থীদের যুক্তিসঙ্গত দাবি আদায়ের সংগ্রামে পুলিশ-ছাত্রসহ ৫০ জনের আহত হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক বৈকি। রাস্তা অবরোধের ফলে যাত্রীদের ভোগান্তির বিষয়টিও মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও অগ্রগতি তেমন হয়নি। আর এর মাশুল গুনতে হয়েছে অসহায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল যখন থেকে চালু করা হল গ্রেডিং পদ্ধতি, তখন সবাই একে স্বাগত জানিয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য এর প্রয়োজন ছিল অবশ্যই। তবে যেটা দুঃখজনক তা হল, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিভাগওয়ারী নম্বরের সঙ্গে এর কোন সুষ্ঠু সমন্বয় না করা। ফলে ক'বছর অতিবাহিত হতে চললেও বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবনে জিপিএ এবং বিভাগ সমতার অভাবে নেমে এসেছে হতাশা। উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়াসহ বিসিএস পরীক্ষা, চাকরি-বাকরি, বিদেশ গমন এমনকি পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের দাবি, ২ জুনের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এসএসসি ও এইচএসসি একরকম এবং ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি গ্রেডিংয়ের সঙ্গে বিভাগের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২০০৪ সাল ও পরবর্তী এসএসসি-এইচএসসিতে জিপিএ-৩-এর কম তৃতীয় বিভাগ, জিপিএ-৪-এর কম দ্বিতীয় বিভাগ ধরা হয়। এর মধ্যে পাসের হারও অনেক বেড়েছে। কিন্তু ২০০১-২০০৩-এর ক্ষেত্রে ২ দশমিক ৫-এর কম তৃতীয় বিভাগ এবং ৩ দশমিক ৫-এর কম দ্বিতীয় বিভাগ ধরা হয়। ফলে আগে পাস করা লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, গ্রেডিং মূল্যায়নে হেরফের হওয়ায় শিক্ষার্থীরা যে বিক্ষোভ করছে, তা যৌক্তিক। আমরা আশা করব, শিক্ষামন্ত্রী তা আমলে নিয়ে গ্রেডিং ও বিভাগের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয়ের উদ্যোগ নেবেন। অনুরূপ কিছু সমস্যা বিরাজ করছে সেমিস্টার সিস্টেম ও পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ, তিন ও চার বছরের অনার্স কোর্স, পাস কোর্স ও মাস্টার্স কোর্সের সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয় না থাকায়ও দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। সরকার প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করাসহ বাস্তবায়নের আগে এসব বিষয়েও সমাধান হওয়া জরুরি। সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবদিক ভেবেচিন্তে অগ্রসর হবে বলেই প্রত্যাশা।